ভূমিকা

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, বিনিয়োগ, উৎপাদন, কর্মসংস্থান এবং বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণকে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হিসেবে রেখে বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। অর্থনৈতিক গণতন্ত্রায়নের মাধ্যমে জনগণের আর্থিক পুনরুদ্ধার ও কল্যাণ নিশ্চিত করে ২০৩৪ সালের মধ্যে ১ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করার লক্ষ্যে স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই এই বাজেটের মূল দর্শন।

মধ্যমেয়াদে রাজস্ব আদায়ে গতি বৃদ্ধির মাধ্যমে বাজেট ঘাটতিকে সহনীয় পর্যায়ে রেখে ঋণ ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে মাঝারি ঝুঁকি থেকে নিম্ন ঝুঁকির ক্রেডিট রেটিং-এ ফিরিয়ে আনা হবে। ঋণ-নির্ভর প্রবৃদ্ধি থেকে সরে এসে উৎপাদন, কর্মসংস্থান এবং বেসরকারি বিনিয়োগ-কেন্দ্রিক একটি অর্থনীতি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এবার বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৩.৬ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ঋণ ঝুঁকি সহনীয় পর্যায়ে রাখতে সহায়ক হবে।

বেসরকারি খাতে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য ব্যাংক থেকে সরকারি ঋণ পর্যায়ক্রমে হ্রাস করা হবে। ব্যাংকিং খাতের ওপর চাপ কমাতে কর্পোরেট বন্ড, মিউনিসিপ্যাল বন্ড ইত্যাদির প্রবর্তনের মাধ্যমে বন্ড বাজারকে অধিকতর বৈচিত্র্যময় ও সক্রিয় করা হবে।

রাজস্ব সংগ্রহ

২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ ৬,৯৫,০০০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা জিডিপির ১০.২ শতাংশ। তন্মধ্যে এনবিআর উৎস থেকে ৬,০৪,০০০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা জিডিপির ৮.৮৪ শতাংশ। কর-জিডিপি'র অনুপাত বিগত সরকারের সময়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপি'র ৭ শতাংশের নীচে নেমে আসে। এ অনুপাত আগামীতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

ব্যয় পরিকল্পনা

মোট প্রস্তাবিত ব্যয় ৯,৩৮,০০০ কোটি টাকা, যা প্রধানত পরিচালন ব্যয় এবং উন্নয়ন ব্যয়ে বিভক্ত। পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে ভর্তুকি ও সরকারি ঋণের সুদ, মূলধনী যন্ত্রপাতি, খাদ্য হিসাব এবং কর্মচারী ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রদত্ত অগ্রিমসহ দৈনন্দিন অপরিহার্য প্রশাসনিক খরচ।

উন্নয়ন বাজেটের কাঠামোয় প্রধানত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিবি) অন্তর্ভুক্ত থাকলেও, এতে এডিবি-বহির্ভূত উন্নয়ন স্কিমও রয়েছে। ৩,১৬,০৭৫ কোটি টাকার মোট উন্নয়ন ব্যয়ের মধ্যে বিনিয়োগ এবং টেকসই উন্নয়নকে বিবেচনা করা হয়েছে। মানুষের মৌলিক কল্যাণে উন্নয়ন ব্যয় জোরদার করার লক্ষ্যে এবার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

খাতভিত্তিক বরাদ্দ

দক্ষ জনশক্তি তৈরির জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতকে অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করে, ২০২৬-২৭ অর্থবছরে এই দুটি খাতে যথাক্রমে জিডিপি'র ২% শতাংশ এবং ১.০১ শতাংশ সম্পদ বরাদ্দ করা হয়েছে। শিক্ষা খাতের বরাদ্দের পরিমাণ ১,৩৬,৬০৬ কোটি টাকা, যা চলতি বছরের বরাদ্দ ৮৭,২০৬ কোটি টাকা (জিডিপ'র ১.৩৯ শতাংশ) থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। শিক্ষা খাতের বাজেট বরাদ্দ শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ছাড়াও বস্ত্র, রেল, প্রতিরক্ষা, কৃষি, মৎস্য, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এসব মন্ত্রণালয় পরিচালিত শিক্ষা/কারিগরী প্রতিষ্ঠানসমূহের বরাদ্দ সমন্বয়ে হিসাব করা হয়েছে।

একইভাবে, স্বাস্থ্য খাতে জিডিপির ১.০১ শতাংশের বাজেট বরাদ্দে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বাইরেও অন্যান্য মন্ত্রণালয় পরিচালিত স্বাস্থ্য উদ্যোগ, স্বাস্থ্য ব্যয় এবং হাসপাতালগুলোতে বরাদ্দ বিবেচনা করা হয়েছে, যেমন - সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পুলিশ অধিদপ্তর পরিচালিত হাসপাতাল এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবা। এই বরাদ্দ উল্লেখ্যযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে ৬৯,৪০৯ কোটি টাকা করা হয়েছে, যার ফলে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় চলতি বছরের জিডিপির ০.৫৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ১.০১ শতাংশ হবে। আগামীতে পর্যায়ক্রমে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে জিডিপি'র ৫ শতাংশ বরাদ্দ নিশ্চিত করা হবে।

মানুষের জীবনমান সুরক্ষায় ও সামাজিক নিরাপত্তার গুরুত্ব বিবেচনায় সরকার ক্ষমতায় আসার এক মাসের মধ্যেই ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড এবং মসজিদ ও অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে সেবা প্রদানকারীদের জন্য সম্মানী চালু করেছে। মর্যাদাপূর্ণ সামাজিক অবস্থান এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই কর্মসূচিগুলো ২০২৬-২৭ অর্থবছরে অন্যান্য বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির পাশাপাশি সম্প্রসারিত করা হবে।

কৃষি উৎপাদনশীলতা, জ্বালানি নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং যোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়ন মূল বিনিয়োগ খাত হিসেবে থাকবে। এছাড়াও এ সমস্ত অগ্রাধিকারের পাশাপাশি ক্রিয়েটিভ ইকোনমি, স্পোর্টস ইকোনমি, সবুজ অর্থনীতি (Green Economy) এবং সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy), যেগুলো মূলধারার অর্থনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন, সেগুলোকে জাতীয় অর্থনীতির কেন্দ্রে নিয়ে আসা হবে।